৮

গণপ্রজাতন্ত্রী চীন

ভূমিকাঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী চীন হল বর্তমান বিশ্বের একটি শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। চীন জাতিসংঘের বৃহৎ পঞ্চশক্তির একটি। এর আয়তন বিশাল, জনসংখ্যাও বিপুল। মাও সেতুং-এর মতে বহু জাতি মিশ্রিত এক বিপুল জনসংখ্যার দেশ হল এ চীন। বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে চীনের সভ্যতা অন্যতম। মানবজাতির সভ্যতা সংস্কৃতি ও রাজনীতির ইতিহাসে চীনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ৯৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের মত এর আয়তন। চীনের পূর্ব দিকে রয়েছে কোরিয়া, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে জুড়ে আছে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ভারতবর্ষ, ভুটান ও নেপাল। এর উত্তরে অবস্থিত মঙ্গোলিয়া এবং উত্তর-পূর্ব উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে আছে রাশিয়া। দক্ষিণে মায়ানমার, লাওস ও ভিয়েতনাম। চীনের ভূ-ভাগীয় সাগরের আয়তন বিশাল। চীনের রয়েছে একটি গৌরবময় ইতিহাস। বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠা লাভের পরপরই চীন সংবিধান রচনায় ব্রতী হয়। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৫৪ সালে প্রথম জাতীয় গণকংগ্রেস কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৮২ সালের ৪ ডিসেম্বর, পঞ্চম জাতীয় গণ-কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে চীনের চতুর্থ সংবিধান গৃহীত হয়। এ সংবিধানে ১৯৫৪ সালের সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলো গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭৮ সালে তৃতীয় সংবিধান গৃহীত হবার পর সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল ১৯৮২ সালের সংবিধানে তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে। এবারে আমরা চীনের রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- *পাঠ - ১: গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধানের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য।*
- *পাঠ - ২: জাতীয় গণকংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।*
- *পাঠ - ৩: নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য।*
- *পাঠ - ৪: গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের বিচার বিভাগ।*
- *পাঠ - ৫: গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কমিউনিস্ট পার্টি।*

পাঠ-১ গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধানের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

পাঠের উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ◆ চীনের সংবিধান রচনার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ◆ ১৯৮২ সালের সংবিধান আলোচনা করতে পারবেন।

সংবিধান রচনার পটভূমি

১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক বিধিবিধানের সমষ্টি। চীনের সংবিধানও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ৫ বছর পর ১৯৫৪ সালে চীনে সর্বপ্রথম একটি সংবিধান প্রবর্তন করা হয়। এটিই হল চীনের প্রথম সংবিধান। এটি সমাজতান্ত্রিক সংবিধান নামে অভিহিত। এ সবিধানের পূর্বে চীনে কোন সংবিধান রচিত হয় নি। ১৯১১ সালে এ প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। নানা কারণে এ সংবিধান কার্যকর হয় নি। ১৯২৩ সালে এবং ১৯৪৬ সালে সংবিধান তৈরির উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হয় নি। বস্তুতঃ ১৯৫৪ সালের আগে দেশ পরিচালনার জন্য ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। এ গঠন প্রক্রিয়া ছিল গণতান্ত্রিক। দলমত নির্বিশেষে এক পরামর্শ সভা গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ পরামর্শ সভা দেশ পরিচালনার মূখ্য ভূমিকা পালন করে। এ পরামর্শ সভার নেতৃত্বাধীনে পরবর্তীকালে চীনের সংবিধান প্রণীত হয়।

গণসরকারের কাউন্সিল সংবিধান রচনার লক্ষ্যে ১৯৫৩ সনের জানুয়ারী মাসে একটি সংবিধান রচনা কমিটি গঠন করে। মাও সেতুং এর নেতৃত্বে এ কমিটি গঠন করা হয়। পরপর বেশ কয়েকটি অধিবেশন বসে। ১৯৫৪ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর ৩৪তম অধিবেশনে সংবিধানের চুড়ান্ত খসড়া গৃহীত হয়। অবশেষে ১৯৫৪ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর জাতীয় গণকংগ্রেস সর্বসম্মতি ক্রমে খসড়া সংবিধানটি অনুমোদন করে। যারই ফলশ্রুতিতে ১৯৫৪ সনের সংবিধানের সৃষ্টি। ১৯৯২ সালে এ সংবিধানটি পরবর্তীকালে প্রণীত সংবিধানের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। চীনে বর্তমানে ১৯৮২ সালের সংবিধান বিদ্যমান। আসুন আমরা ১৯৮২ সালের সংবিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হই।

১৯৮২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৯৮২ সালের সংবিধান চীনের একটি বিশেষ দলিল। এ সংবিধানটি বিশ্লেষণ করলে কতিপয় বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। এগুলো পর্যায়ক্রমে নিম্নে আলোচনা করা হল।

- **প্রস্তাবনা ঃ** প্রস্তাবনা ১৯৮২ সালের সংবিধানের প্রথম বৈশিষ্ট্য। এটি চীনের প্রতিটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি সংবিধানের মুখবদ্ধ স্বরূপ। এ প্রস্তাবনায় সংবিধান প্রণেতাগণের ইচ্ছা, সংবিধানের উৎস, আইনগত ও সংবিধানের প্রস্তাবনা পর্যালোচনা করলে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রীয় বব্যস্থা, সরকারী কাঠামো, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মূলনীতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।
- **লিখিত ঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ১৯৮২ সনের সংবিধানটি ছিল লিখিত সংবিধান। এ সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা ও ১৩৮টি ধারা ছিল। এগুলো স্পষ্টভাবে লিখিত ছিল। এছাড়া রাষ্ট্রীয় সাধারণ নীতি, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কাঠামো, গঠন ক্ষমতা, কার্যাবলী এবং অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে লিখিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকাংশ বিধি-বিধান লিখিত।
- **পরিবর্তনীয় ঃ** দুস্পরিবর্তনীয়তা ১৯৮২ সনের সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। চীনের এ সংবিধানটি পুরাতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ন্যায় দুস্পরিবর্তনীয়। সাধারণ আইন পাশের ন্যায় এ সংবিধানটি সংশোধন ও পরিবর্তন করা যায় না। এটি বাংলাদেশ ও আমেরিকার সংবিধানের সাথে তুলনীয়। এ সংবিধানের ৬৪ নং ধারায় সংশোধনী সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান রাখা আছে।
- **সাংবিধানিক প্রধান্যঃ** ১৯৮২ সালের চীনের সংবিধানে সাংবিধানিক প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এ সংবিধানটিকে রাষ্ট্রের মৌলিক আইন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

- **সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রঃ** সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বর্তমান সংবিধানের একটি মৌলিক দিক। এ সংবিধানের উদ্দেশ্য ছিল কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জনগণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্রের অধীনে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। চীনের দ্বাদশ জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে চীনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যাতি করা হয়। প্রকৃত পক্ষে তত্বগতভাবে সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব হল 'সর্বহারাদের একনায়কত্ব'।
- **জনগণের সার্বভৌমত্বঃ** ১৯৮২ সালের চীনের বর্তমান সংবিধানকে বিশ্লেষণ করলে জনগণের সার্বভৌমত্ব লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ রাষ্ট্রীয় প্রশাসন জনগণের উপর ন্যাস্ত। জনগণের মতানুসারে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলো পরিচালনা করে থাকে।
- **গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাঃ** গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বর্তমান সংবিধনের একটি অন্যতম দিক। ৮২ সালের সংবিধানে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। চীনের সমাজতন্ত্রিক ব্যবস্থা বিশেষধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা আমলাতন্ত্রের বিরোধী। গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতা এ দু'য়ের সমন্বয়ে হল গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। মাংসেতুং-এর ভাষায় 'জনগণের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মত শৃঙ্খলা ও কেন্দ্রিকতার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।'
- **সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাঃ** সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ১৯৮২ সালের সংবিধানের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এ কারণে চীনে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। এ ব্যাপারে সংবিধানের ৬নং ধারায় বিধান রাখা হয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থায় মালিকানাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ দু'টি হল-ক. সমস্ত জনগণের মালিকানা, খ. শ্রমজীবী মানুষের যৌথ মালিকানা চীনে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত।

চীনের সমাজতন্ত্রিক ব্যবস্থা বিশেষধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত।

- **সম্পত্তি বন্টনের নীতি ঃ** চীনের বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বীকৃতি রয়েছে। এর পাশাপাশি সম্পত্তি বন্টনের নীতি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। এ ব্যাপারে সংবিধানের ৬নং ধারার বলা হয়। তবে ৭৮' সনের সংবিধানেও সমাজতান্ত্রিক বন্টননীতি উল্লেখ ছিল।
- **পররাষ্ট্র নীতিঃ** পররাষ্ট্র নীতি চীনের বর্তমান সংবিধানের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখ আছে যে, বিপ্লবোত্তর চীন বিনির্মানের জন্য বৈদেশিক সাহায্য ও সহোযোগিতা দরকার। অর্থাৎ বৈদেশিক বিনিয়োগকে স্বাগত জানায়। এ বিনিয়োগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে সাহায্য করবে বলে তাদের বিশ্বাস। এ কারণে বৈদেশিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক সংস্থা ও পুঁজি বিনেয়োগের অনুমতি দেয়া হয়। তারা অবশ্য চীনের অর্থনৈতিক বিধি-বিধান মেনে চলবে।
- **রাজনৈতিক আশ্রয় ঃ** বর্তমান সংবিধানকে বিশ্বেষণ করলে রাজনৈতিক আশ্রয়-এর ধারার উপস্থিতিতে লক্ষ্য করা যায়। এটি হল সংবিধানের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য। বর্তমান সংবিধানে বিদেশী নাগরিকদের রাজনৈতিক আশ্রয়দানের সুযোগ রয়েছে। সংবিধানের ৩২ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, The people's Republic of China may grant asylum to foreigners who request it for political reasons.
- **কেন্দ্রিয় আইনসভা ঃ** ১৯৮২ সনের সংবিধানে কেন্দ্রীয় আইন সভার বিধান রাখা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের রাষ্ট্রীয় আইনসভা হল জাতীয় কংগ্রেস। এটি ছিল এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। উক্ত সংবিধানে বলা হয় যে জাতীয় কংগ্রেস হল চীনের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি সভা এবং এটি হবে এক কক্ষ বিশিষ্ট। বিভিন্ন জাতিসত্তার প্রতিনিধি নিয়ে চীনের এ আইন সভা গঠিত।
- **রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি ঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ৮২-এর সংবিধানে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি বিধান রাখা হয়। এ ব্যাপারে সংবিধানের ৭৯ নং ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এ ধারায় উল্লেখ করা হয় যে, গণকংগ্রেস চীনের রাষ্ট্রপতি ও উপ- রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করবেন। ৪৫ বছর বয়ষ্ক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি ও উপ- রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হতে পারেন। এদের কার্যকাল ৫ বছর। তারা একাধিকক্রমে দু'বারের বেশী নির্বাচিত হতে পারেন না।

চীনের রাষ্ট্রীয় আইন হল জাতীয় কংগ্রেস

- **নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য ঃ** অন্যান্য সংবিধানের ন্যায় চীনের বর্তমান সংবিধানে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের বিধান রাখা হয়েছে। সংবিধানের ৩৩নং ধারা থেকে ৫৬নং ধারায় নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে, আইনের সাম্যতা,

বাকস্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও কর্মের অধিকার বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। পাশাপাশি কর্তব্যের মধ্যে আইনমান্য, সেনাবাহিনীতে যোগদান, আক্রমণ প্রতিহত, শৃংখলা রক্ষা ও কর প্রদান করা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য।

- **কেন্দ্রিয় সামরিক কমিশন ঃ** বর্তমান সংবিধানে কেন্দ্রীয় কমিশন গঠনের কথা উল্লেখ রয়েছে। চীনের সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ পরিচালিকা শক্তি হল এ কমিশন। এ কমিশন সমস্ত বাহিনীকে নির্দেশ করে। একজন সভাপতি কয়েকজন সহসভাপতি ও কতিপয় সদস্য নিয়ে এ কমিশন গঠিত হবে। এ কমিশনের সমস্ত দায়িত্ব সভাপতির উপর ন্যাস্ত। এ কমিশনের কার্যকাল জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকালের ন্যায় ৫ বছর। এ কমিশন গণকংগ্রেসের কাছে দায়িত্বশীল।

সারকথা

চীন বর্তমান বিশ্বের একটি শক্তিধর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। চীন সম্মিলিত জাতিসংঘেরও বৃহৎ শক্তির অন্যতম। ১৯৪৯ সনের ১লা অক্টোবর চীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে আবির্ভূত হয়। প্রতিষ্ঠা লাভের ৫ বছরের মধ্যে চীন একটি সংবিধান প্রণয়ন করে। ১৯৫৪ সনের ২০শে সেপ্টেম্বর জাতীয় কংগ্রেসের সর্বসম্মতিক্রমে এটি গৃহীত হয়। এটিই চীনের ইতিহাসের প্রথম সংবিধান। ১৯৫৪, ১৯৭৫, ১৯৭৮ ও ১৯৮২ সনে পর পর চারটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়। এগুলোর মধ্যে ৮২'এর সংবিধান বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। এ সংবিধানটি বর্তমান চীনের মূল চালিকা শক্তি।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে (√) দিন

১। গণপ্রজাতন্ত্রী চীন প্রতিষ্ঠিত হয়-

ক. ১৯৫৪ সনের ১লা মার্চ; খ. ১৯৪৯ সনের ১লা অক্টোবর

গ. ১৯৪৯ সনের ২০শে অক্টোবর; ঘ. ১৯৫৪ সনের ২০শে ডিসেম্বর।

২। চীনে প্রথম সংবিধান প্রণীত হয় -

ক. ১৯৫৪ সনে; খ. ১৯৫০ সনে;

গ. ১৯৫৭ সনে; ঘ. ১৯৭৮ সনে।

৩। চীন একটি -

ক. পুঁজিবাদী রাষ্ট্র; খ. গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র;

গ. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র; ঘ. সব কটি।

৪। চীনের বর্তমান সংবিধানটি প্রণীত হয়-

ক. ১৯৭২ সনে; খ. ১৯৮৫ সনে;

গ. ১৯৭৫ সনে; ঘ. ১৯৮২ সনে।

উত্তরমালা ঃ ১। খ, ২। ক, ৩। গ, ৪। ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ঃ

১। চীনের সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ১৯৮২ সনের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

জাতীয় কংগ্রেস

পাঠ-২

পাঠের উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ◆ জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টির পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ জাতীয় কংগ্রেসের গঠনপ্রক্রিয়া সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ◆ জাতীয় কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জাতীয় গণসংগ্রেস হল গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সর্বোচ্চ সংস্থা। সাংবিধানিক উপায়ে এ সংস্থাটির উদ্ভব। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর একটি বিশেষ অঙ্গ হল এই জাতীয় কংগ্রেস। এটি হল গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের আইন সভা বা পার্লামেন্ট। ১৯৪৯ সনের গণচীন প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সংবিধানে গণকংগ্রেস সৃষ্টির কথা বলা হয়। সাংবিধানিক বিবর্তনের ধারায় বর্তমান সংবিধানে কংগ্রেস একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। ১৯৮২ সনের সংবিধানের ৫৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, "The national Peoples Congress of the PRC is the highest source of the state power" এ কংগ্রেস জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। গণসার্বভৌমত্বের নীতির প্রেক্ষিতে গণকংগ্রেসের সৃষ্টি। এ নীতি অনুসারে সকল ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত। চীনের গণসার্বভৌম বাস্তবে কর্যকর হয় মূলত জাতীয় গণকংগ্রেস এবং অন্যান্য স্থানীয় গণকংগ্রেসগুলোর মাধ্যমে। রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে এ কংগ্রেসের চরম কর্তৃত্ব বিদ্যমান। প্রথম সংবিধান থেকে শুরু করে প্রতিটি সংবিধানে এ গণকংগ্রেসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা। যায় পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে সংবিধানিকভাবে এর মর্যাদা স্বীকৃত।

গণসার্বভৌমত্বের নীতির প্রেক্ষিতে গণকংগ্রেসের সৃষ্টি।

জাতীয় কংগ্রেসের গঠন ও কার্যকাল

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সর্বোচ্চ সংস্থা হল এ কংগ্রেস। চীন হল একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। তাই জাতীয় গণকংগ্রেস হল একটি এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। ডেপুটিগণকে নিয়ে এ কংগ্রেস গঠিত। তাঁরা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। বিভিন্ন প্রদেশ, স্ব-শাসিত অঞ্চল, পৌরসভাগুলোর কংগ্রেস এবং গণমুক্তি ফৌজের প্রতিনীধিদের নিয়ে এ সংস্থা গঠিত। ডেপুটিগণ গণতান্ত্রিক বিধি মোতাবেক নিজ নিজ কংগ্রেসে আলাপ-আলোচনার পর গোপন ব্যালোটে নির্বাচিত হন। ডেপুটিগণের সংখ্যা ও তাদের নির্বাচন সম্পর্কে সংবিধানে কোন স্পষ্ট বিধি-বিধান নেই। এদের সংখ্যা সংবিধানের ৫৯ নং ধারা মতে আইনের দ্বারা নির্ধারিত। ১৮ বছর বয়স্ক ব্যক্তি জাতীয় গণকংগ্রেসের ডেপুটি বা প্রতিনিধি পদে প্রার্থী হতে পারেন। এ পদে প্রার্থী হবার জন্য অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের গণকংগ্রেসের কর্মকাল ৫ বছর। তবে এর কার্যকাল বৃদ্ধি করা যায়। কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্বাচন স্থগিত রাখা যায়। কার্যকালও বৃদ্ধি করা যায়। তবে এ অবস্থা অবসানের পর ১ বছরের মধ্যে এর নির্বাচন আহবান করতে হয়। সাধারণতঃ বছরে একবার কংগ্রেসের অধিকেশন আহবান করা যায়। স্থায়ী কমিটি এ অধিবেশন আহবান করে।

জাতীয় গণকংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

জাতীয় কংগ্রেস গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ন কারী সংস্থা। আইন প্রণয়নসহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ জাতীয় কংগ্রেস করে থাকে। বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভা হিসেবে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা অপরিসীম। জাতীয় কংগ্রেস নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

আইন প্রণয়নসহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ জাতীয় কংগ্রেস করে থাকে।

১. **আইন ও সংবিধান সংক্রান্ত কাজ ঃ** আইন ও সংবিধান সংক্রান্ত কাজ গণকংগ্রেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। দেশ পরিচালনার জন্য যাবতীয় মৌলিক আইন প্রণয়নের দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর ন্যস্ত। এ ব্যাপারে সংবিধানে ৬৪ নং ধারায় বিধান রাখা হয়েছে। ফৌজদারী, দেওয়ানী ও রাষ্ট্রীয় সংক্রান্ত আইন জাতীয় কংগ্রেস সংশোধন করতে পারে। দেশের সংবিধান বলবৎ রাখা ও তদারকী করার দায়িত্ব জাতীয় কংগ্রেসের উপর ন্যাস্ত। সংশোধনের ব্যাপারে এ সংস্থার ভূমিকা অপরিসীম।

সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব গণকংগ্রেসের এক পঞ্চাংশ ডেপুটিগণ উত্থাপন করতে পারেন। কিন্তু সংশোধনের জন্য কংগ্রেসের দুই তৃতীয়াংশের বেশী প্রতিনিধির সমর্থন অপরিহার্য। এ সংশোধন সাধারণ আইন পাশের তুলনায় জটিল প্রকৃতির।

২. **শাসন সংক্রান্ত কাজ ঃ** শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে চীনের কংগ্রেস ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। চীনের প্রশাসন মূলত কংগ্রেসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। প্রশাসনিক প্রয়োজনে জাতীয় কমিটি, আইন কমিটি, শিক্ষা কমিটি, কৃষি ও জনস্বাস্থ্য কমিটি ও বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি জাতীয় কংগেসই গঠন করে থাকে। প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের মিউনিসিপ্যালিটি গঠন করার অনুমোদন জাতীয় কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত। প্রশাসনিকভাবে যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ঐ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে প্রশাসনিক অঞ্চল গঠন ও প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সিদ্ধান্তে গ্রহণ করা গণকংগ্রেসের একটি গুরু দায়িত্ব। প্রশাসনিক প্রয়োজনে কংগ্রেস তার স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তে রদ-বদলের ক্ষমতা রাখে। এ সংস্থা স্থায়ী কমিটির কোন সিদ্ধান্তে অযৌক্তিক মনে করলে তা বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারে। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় পরিষদের বিভিন্ন দপ্তর ও কমিশনকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারে।

৩. **নিয়োগ ও নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ ঃ** নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কংগ্রেসের একটি মৌলিক দায়িত্ব। জাতীয় কাংগ্রেস চীনের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করে। কংগ্রেস কাউন্সিলের প্রিমিয়ারদের নিয়োগ অনুমোদন করে। রাষ্ট্রপতির পরামর্শ ক্রমে রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করে। এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য, বিভিন্ন মন্ত্রীগণ, মাহাসচিব ও প্রধান হিসাব রক্ষক পদম্মুখ ব্যক্তিদের কংগ্রেস নিযুক্ত করে। কেন্দ্রীয় মিলিটারী কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগের দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর ন্যস্ত। চেয়ারম্যানের পরামর্শ ক্রমে কংগ্রেস সামরিক কমিশনের অন্যান্য সদস্যদেরকে নির্বাচিত করে থাকে। সর্বোচ্চ গণআদালতের সভাপতি, প্রকিউরেটর জেনারেল, স্থানীয় কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত হন।

৪. **অর্থ সংক্রান্ত কাজ ঃ** রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ব্যাপারে জাতীয় সংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন ও হিসাব পত্র চূড়ান্তভাবে পরীক্ষা ও অনুমোদনের দায়িত্ব মূলত কংগ্রেসেরই। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন অসম্ভব। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত রিপোর্ট পরীক্ষা ও অনুমোদন করা এ সংস্থার কাজ।

৫. **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ ঃ** বৈদেশিক বিষয়েও জাতীয় গণ কংগ্রেস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব মূলত এ কংগ্রেসের উপর ন্যাস্ত। কংগ্রেসের এ সিদ্ধান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব কংগ্রেসের উপর অর্পণ করা হয়েছে।

৬. **অন্যান্য ক্ষমতা ঃ** জাতীয় গণ কংগ্রেস উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও অন্যান্য কাজও সম্পাদন করে থাকে। জাতীয় কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশ, স্ব-শাসিত অঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন পৌরসভা ও প্রশাসনিক অঞ্চল স্থাপনের বিষয় অনুমোদন দিয়ে থাকে।

গণ- কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের গণ কংগ্রেসের সর্বোচ্চ সংস্থা হল স্থায়ী কমিটি। এটি কংগ্রেসের সর্বোচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। আইন, শাসন, বিচার, অর্থ ও পররাষ্ট্র বিষয়ে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এ কমিটিকে নিতে হয়। ১জন সভাপতি, কয়েকজন সহ-সভাপতি, ১ জন সাধারণ সম্পাদক ও কতিপয় সাধারণ সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠিত। এ কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

১. **আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** আইন সংক্রান্ত বিষয়ে স্থায়ী কমিটি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সংবিধানের ৫৮ নং ধারা অনুসারে কংগ্রেস এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে। বছরে একবার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। স্থায়ী কমিটি এ অধিবেশন আহবান করে। এ কমিটি সংবিধান ও আইনের ব্যাখ্যা করতে পারে। কংগ্রেসের উপর অর্পিত আইন ছাড়া কমিটি অন্যান্য আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করে থাকে। কংগ্রেসের অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন সময়ে কংগ্রেস নির্ধারিত আইনের সংশোধন ও সংযোজন করতে পারে। এ ছাড়া স্থায়ী কমিটি সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারে।

২. **শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থায়ী কমিটি জাতীয় কংগ্রেসের ডেপুটিদের নির্বাচন পরিচালনা করে। সাধারণত কংগ্রেসের মেয়াদ শেষ হবার দুই মাস আগেই নতুন সদস্যদের নির্বাচন শেষ করতে হয়। স্থায়ী কমিটি প্রশাসনিকভাবে রাষ্ট্রীয় পরিষদ, কেন্দ্রীয় সামরিক কমিশন, সর্বোচ্চ গণ-আদালত ও গণ-প্রকিউরেটর বিভাগের কাজ তদারকী করে। এ কমিটি রাষ্ট্রীয় পরিষদের সংবিধান বা আইন বিরোধী সিদ্ধান্ত ও আদেশ বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। এ ছাড়া পৌরসভার কোন কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। প্রধানমন্ত্রীর মনোয়ন অনুসারে বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী, কমিশনের সভাপতি, অডিটর জেনারেল ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সাধারণ সম্পাাদক নিয়োগ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বিদেশে পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রদূতদের স্থায়ী কমিটি নিযুক্ত করতে পারে।

৩. **বিষয় সংক্রান্ত কাজ ঃ** স্থায়ী কমিটি কতিপয় বিষয় সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। গণ-আদালদের সভাপতির অনুরোধ ক্রমে আদালতের সভাপতি, সহ-সভাপতি, বিচারক ও বিচারক কমিটির সদস্যদের নিযুক্ত ও অপসারিত করতে পারে। এ ছাড়া স্থায়ী কমিটি প্রধান প্রকিউরেটর ও প্রকিউরেটর কমিটি সদস্যদের নিয়োগ ও অপসারণ করার ক্ষমাত রাখে। গণ-আদালত ও প্রকিউরেটর সংস্থার কাজকর্ম তদারকীর দায়িত্ব গণ-কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির। আবার স্থায়ী কমিটি বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৪. **সামরিক ক্ষমতা ঃ** গণ কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি কতিপয় সামরিক ক্ষমতাও ভোগ করে। কংগ্রেসের অধিবেশন চলাকালে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থা স্থায়ী কমিটি নিয়ে থাকে। সামরিক প্রস্তুতি নেয়ার দায়িত্ব স্থায়ী কমিটির। প্রদেশ, অঞ্চল ও কেন্দ্র শাসিত নগরে সামরিক আইন জারীর সিদ্ধান্ত স্থায়ী কমিটি নিয়ে থাকে। এছাড়া আংশিকভাবে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করার ক্ষমতা স্থায়ী কমিটির উপর ন্যস্ত।

৫. **অর্থনৈতিক ক্ষমতা ঃ** অর্থনৈতিক বিষয়ে কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি কতিপয় কাজ করে থাকে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব স্থায়ী কমিটির উপর ন্যাস্ত। অর্থনৈতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্থায়ী কমিটি জাতীয় কংগ্রেসকে সাহায্য করে থাকে। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রীয় বাজেটের আংশিক রদবদল পরীক্ষা করার ক্ষমতা স্থায়ী কমিটির উপর ন্যাস্ত। সুতরাং স্থায়ী কমিটির অর্থনৈতিক ভূমিকাকে উপেক্ষা করা যায় না।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব স্থায়ী কমিটির উপর ন্যস্তত। অর্থনৈতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্থায়ী কমিটি জাতীয় কংগ্রেসকে সাহায্য করে থাকে।

৬. **অন্যান্য ক্ষমতা ঃ** কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি কতিপয় অন্যান্য ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। স্থায়ী কমিটি কতিপয় অর্পিত ক্ষমতা ভোগ করে যা কংগ্রেস কর্তৃক নির্ধারিত। গণ কংগ্রেসের অধিবেশন না থাকলে স্থায়ী কমিটি বিশেষ কমিটির দায়িত্ব পালন করে। অন্যান্য ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয় সংবিধানের ৬৭ নং ধারায় বিধান রাখা হয়েছে।

সারকথাঃ

গণ-কংগ্রেস গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী- সংস্থা। সাংবিধানিকভাবে এ সংস্থাটির সৃষ্টি। ১৯৫৪ সনের প্রথম সংবিধান থেকে শুরু করে প্রতিটি সংবিধানে গণ-কংগ্রেসের বিধান রাখা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৯৮২ সনের সংবিধানে জাতীয় গণ-কংগ্রেসকে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। এর সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত নন। এ কংগ্রেসের কার্যকাল পাঁচ বছর। কংগ্রেসের সদস্যগণ ডেপুটি নামে অভিহিত। এ কংগ্রেসের অধিবেশন সাধারণত বছরে একবার বসে। স্থায়ী কমিটি এ অধিবেশনের আহবান করে থাকে। স্থায়ী কমিটি হল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ সংস্থা। এ সংস্থাটির মাধ্যমে জাতীয় কংগ্রেস তার দায়িত্ব পালন করে।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) দিন

১. কংগ্রেসের সদস্যগণ পরিচিত
   ক. সামরিক কমিশন নামে;
   খ. ডেপুটি নামে;
   গ. সাধারণ সদস্য নামে;
   ঘ. সবকটি।

২. কংগ্রেসের কার্যকাল-
   ক. ৪ বছর;
   খ. ৬ বছর;
   গ. ৫ বছর;
   ঘ. ৮ বছর।

৩। পঞ্চম জাতীয় কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির সহ-সভাপতি ছিল-
   ক. ১ জন;
   খ. ১৫ জন;
   গ. ২১ জন;
   ঘ. ২০ জন।

উত্তর মালাঃ ১। খ, ২। গ , ৩। ক

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. কংগ্রেসের গঠনের পটভূমি ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের গণ-কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যবলী আলোচনা করুন।
২। গণ-কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য

পাঠ-৩

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- মৌলিক অধিকারের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- নাগরিকদের কর্তব্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মৌলিক অধিকারের সংজ্ঞা

'অধিকার' নাগরিক জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। 'অধিকার' নাগরিক জীবন বিকাশের জন্য অপরিহার্য শর্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকার হল মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনের অন্যতম উপাদান। ব্যক্তি জীবনের সম্যক প্রকাশের জন্য প্রয়োজন সুযোগ-সুবিধা। অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধাই হল অধিকার। এ পাঠে আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সংবিধানে অধিকার ও কর্তব্যের সন্নিবেশন সম্পর্কে আলোচনা করব।

চীনের সংবিধানে অধিকার ও কর্তব্যের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

আত্মোপলব্ধি ও ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য অধিকার অপরিহার্য। এ দিকে দৃষ্টি রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের কর্তৃপক্ষ ১৯৮২ সনের সংবিধানে অধিকার ও কর্তব্যকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ অধিকার ও কর্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় ঃ

১. **শ্রেণী চরিত্র ঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যে সমাজের শ্রেণী চরিত্র ফুটে উঠে। প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে চীনের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার গড়ে উঠেছে। চীনের রাষ্ট্রনেতাদের মতে সমাজের শ্রেণী চরিত্র ও রাষ্ট্রীয় মৌলিক আদর্শের উপর নাগরিক অধিকার নির্ভর করে।

২. **ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঃ** চীনের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যেকে বিশ্লেষণ করলে ব্যক্তিগত সম্পাত্তির সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। চীনে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে এ অধিকার গণতান্ত্রিক দেশের চেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী।

৩. **অর্থনৈতিক অধিকার ঃ** চীনের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের অন্যতম দিক হল অর্থনৈতিক অধিকার। চীনের রাষ্ট্রনেতাদের মতে অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন। এ কারণে চীনের সংবিধানে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন।

৪. **সর্বজনীনতা ঃ** চীনের নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সর্বজনীনতা লক্ষ্য করা যায়। ঐ দেশের সংবিধানে নাগরিক অধিকার প্রদানে কোন রকম বৈষম্য করা হয় নি। সংবিধানে স্বীকৃত অধিকারগুলো সার্বজনীন। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, নির্বিশেষে সবাই সার্বজনীনভাবে অধিকার ভোগ করতে পারে।

৫. **কার্যকরী ব্যবস্থা ঃ** চীনের সংবিধানে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৮২ সনের সংবিধানে এ ব্যাপারে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৬. **সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ঃ** চীনের নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের মাঝে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ স্পষ্ট হয়ে উঠে। নাগরিকের অধিকারে মধ্যে মার্কসবাদ লেনিনবাদের চিন্তাধারা ফুটে উঠে। তারা বিশ্বাস করে যে অধিকার সংরক্ষিত হয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে।

৭. **শ্রেণী দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত ঃ** চীনের নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যে শ্রেণী সংগ্রাম অনুপস্থিত। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রেণী বর্তমান থাকে কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয় বলে দাবী করা হয়। চীনা কর্তৃপক্ষ মনে করে শ্রেণী স্বার্থ অধিকারগুলোকে সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ করে।

৮. **জাতিসত্তার স্বীকৃতি ঃ** চীনের সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃত মেলে। বর্তমান ১৯৮২ সনের সংবিধানে বিভিন্ন জাতিসত্তার সমান অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। চীন হল একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে সাম্যতা বিদ্যমান ছিল।

৯. **বিদেশীদের অধিকার ঃ** বিদেশীদের অধিকার চীনের নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের বর্তমান সংবিধানে বিদেশী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের অধিকার দেয়া হয়েছে। বিদেশীদের অধিকার ও কর্তব্য চীনের আইনের দ্বারা সংরক্ষিত।

১০. **মামলা ঃ** চীনের নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যে সর্বশেষ দিক হল মামলা। এ অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে মামলার কথা স্বীকার করা হয়েছে। ১৯৮৯ সনের ৪ঠা এপ্রিল চীনের গণ-কংগ্রেসের একটি নতুন আইন পাস করা হয়। এ আইনে সাধারণ মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ

নাগরিকের অধিকার চীনের সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। চীনের নাগরিকগণ সংবিধান অনুসারে নিম্নোক্ত অধিকারগুলো ভোগ করেন।

১. **আইনের অধিকার ঃ** চীনে আইনের চোখে নাগরিকদের সাম্যের অধিকার স্বীকৃত। এ ব্যাপারে সংবিধানের ৩৩ নং ধারায় বিধান রাখা হয়েছে।

২. **নির্বাচনের অধিকার ঃ** নির্বাচনের অধিকার চীনের নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকার। চীনের নাগরিকগণ নির্বাচনের অধিকার ভোগ করে। পাশাপাশি নির্বাচিত হওয়ার অধিকারও রাখে। আইনানুসারে ১৮ বছরের সকল নাগরিক এ অধিকার ভোগ করে থাকে। উল্লেখ্য যে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য চীনের নাগরিকগণের বিশেষ কোন সময়সীমা প্রয়োজন পড়ে না। তবে একদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় এবং অত্যাধিক কেন্দ্রীকতা বাস্তবে এ অধিকারকে অর্থহীন করে তুলেছে।

৩. **মতামত প্রকাশের অধিকার ঃ** চীনের নাগরিকের অন্যতম অধিকার হল মতামত প্রকাশের অধিকার। এটির মাধ্যমে চীনের নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ রয়েছে। সাংবিধানিকভাবে চীনের নাগরিকগণের বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নাগরিকগণ বাক-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে বলে দাবী করা হয়। অবশ্য বাস্তবে জনগণ এ অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে পশ্চিমী সমালোচকরা দাবী করে থাকেন।

৪. **ধর্মের অধিকার ঃ** ধর্মের অধিকার চীনা নাগরিকদের একটি মৌলিক অধিকার। চীনের নাগরিকদের সাংবিধানিক ভাবে ধর্মের অধিকার দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির উপর কোন ধর্ম চাপিয়ে দিতে পারবে না। ধর্মীয় বিশ্বাসে অধিকারের কারণে নাগরিকদের মধ্যে কোন বৈষম্য করা যাবে না। প্রয়োজন মত নাগরিকগণ স্ব-স্ব ধর্ম পালন করবে।

৫. **ব্যক্তি স্বাধীনতা ঃ** চীনের নাগরিকদের জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার দেয়া হয়েছে। আরও বলা হয় যে, গণ-আদালতের সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন নাগরিককে গ্রেপ্তার করা যাবে না। তবে নাগরিক অধিকার নিতান্তই একপেশে এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত।

৬. **অভিযোগের অধিকার ঃ** অভিযোগ করার অধিকার চীনা নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকার। সাংবিধানিক ভাবে এ অধিকার স্বীকৃত। নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় সংস্থা বা কর্মচারীর কাজের সমালোচনা করতে পারে। তবে তথ্য বিনিময় বা বিকৃত করে খুশীমত অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা যায় না।

৭. **কাজের অধিকার ঃ** কাজের অধিকার চীনা নাগরিক ভোগ করে থাকেন। চীনের সংবিধানে নাগরিকদের কাজের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সংবিধানের ৪২ নং ধারায় বিধান রাখা হয়েছে। এ অধিকার কার্যকরী করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা আছে।

প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হল জাতীয় সংহতি রক্ষা করা।

৮. **বিশ্রামের অধিকার ঃ** বিশ্রামের অধিকার চীনা নাগরিক একটি অন্যতম মৌলিক অধিকার। এটি নাগরিকগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। চীনা কর্তৃপক্ষ মনে করেন কাজের পাশাপাশি বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। এ অধিকার বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৯. **সাহায্য প্রাপ্তির অধিকার ঃ** চীনের নাগরিকগণ সাহায্য লাভের অধিকার ভোগ করে থাকে। চীনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, অসুস্থ্য ও পঙ্গু ব্যক্তিগণ সমাজের কাছে সাহায্য লাভের আশা করতে পারে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, এ ব্যবস্থা সামাজিক বীমা, সামাজিক সহায়তা, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে প্রসারিত করবে। সুতরাং এটি নাগরিকের জন্য একটি অপরিহার্য অধিকার।

১০. **শিক্ষার অধিকার ঃ** শিক্ষার অধিকার মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। চীনের নাগরিকগণ এ অধিকারের বাইরে নয়।

১১. **সাংস্কৃতিক অধিকার ঃ** সাংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক। চীনের সংবিধানে সাংস্কৃতিক কাজকর্মে আত্ম নিয়োগের স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে জনগণের উপযোগী শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সাহিত্য ও শিল্পকলা কাজকর্মে রাষ্ট্র অনুপ্রাণিত ও সাহায্য করবে। তবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলবৎ থাকায় অবাধ ও মুক্ত সংস্কৃতি চর্চায় সুযোগ নেই।

১২. **নারীর স্বাধীনতা ঃ** নারীর অধিকার চীনের নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকার। গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনে নারীর অধিকার স্বীকৃত। চীনের কর্তৃপক্ষ সাম্যে বিশ্বাসী। এ দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নারী পুরুষের সমানাধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে।

সাংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক।

১৩. **পরিবার গঠনের অধিকার ঃ** পরিবার গঠনের অধিকার চীনের নাগরিকের একটি উল্লেখ যোগ্য মৌলিক অধিকার। চীনের সংবিধানে বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। নারী পুরুষে পছন্দমত স্বাধীনভাবে বিবাহ করার অধিকার রাখে। এটি নাগরিকের একটি মৌলিক অধিকার।

১৪. **বিদেশীদের অধিকার ঃ** চীনের সংবিধানে বিদেশীদের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। চীনের নাগরিকগণ বিদেশে অবস্থান কালে ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের সুযোগ পেতে পারে। পাশাপাশি বিদেশীদেরও অধিকারের কথা বলা হয়েছে। চীনের আইনের দ্বারা বিদেশীদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত করা হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে বিদেশী চীনে আশ্রয় গ্রহণের অধিকার রাখে।

নাগরিকের কর্তব্য

কর্তব্য ছাড়া অধিকার অর্থহীন। একটি কে বাদ দিয়ে অপরটিকে চিন্তা করা যায় না। তাই চীনের নাগরিকগণ অধিকারের পাশাপাশি কতিপয় কর্তব্য পালন করেন, যেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. **কাজ করা ঃ** কাজ করা চীনের নাগরিকের প্রথম কর্তব্য। বিধান মতে চীনের প্রত্যেক নাগরিক তার সমর্থ অনুযায়ী কাজ করবে। সংবিধানে বলা হয় রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যৌথ অর্থনীতির ইউনিটে নিযুক্ত শ্রমজীবীরা দেশের মালিকানার মনোভাব নিয়ে শ্রমের কাজ করবে।

২. **শিক্ষা গ্রহণ ঃ** শিক্ষা গ্রহণ চীনের নাগরিকের একটি মৌলিক কর্তব্য। সংবিধানের ৬৪নং ধারা মতে, গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষাগ্রহণ একটি মৌলিক দায়িত্ব।

কর্তব্য ছাড়া অধিকার অর্থহীন।

৩. **পরিবার পরিকল্পনা ঃ** পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ গ্রহণ প্রতিটি নাগরিকের একটি দায়িত্ব। চীনের নাগরিকগণ সংবিধানের ৪৯নং ধারামতো স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। সেই সাথে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক লোকদের কর্তব্য হল পিতা-মাতার ভরন পোষণ করা।

৪. **জাতীয় ঐক্য রক্ষা ঃ** জাতীয় ঐক্য রক্ষা করা চীনের নাগরিকের একটি মৌলিক কর্তব্য। নাগরিকগণ কোন মতে এ কর্তব্য পালনে বিরত থাকবে না। সংবিধানের ৫২নং ধারা মতে নিজস্ব স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হল জাতীয় সংহতি রক্ষা করা।

৫. **সংবিধান মান্য করা ঃ** চীনের নাগরিকের কর্তব্যের অন্যতম একটি হল সংবিধান মান্য করা। চীনের নাগরিকগণ সংবিধানিকভাবে সংবিধান মান্য করতে বাধ্য। তারা কোন মতে সংবিধান ও আইন অমান্য করতে পারে না। সেই সাথে তারা সামাজিক নীতিবোধকে সম্মান করবে।

৬. **মাতৃভূমির স্বার্থ রক্ষা ঃ** গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য হল মাতৃভূমির স্বার্থ রক্ষা করা। এটি একটি মৌলিক দায়িত্ব। নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য হল মাতৃভূমির নিরাপত্তা, মর্যাদা ও স্বার্থ রক্ষা করা। এ কর্তব্য থেকে তারা কোন রকম বিরত থাকতে পারে না।

৭. **সামাজিক কর্তব্য ঃ** চীনের নাগরিকগণের একটি বিশেষ কাজ হল সামাজিক কর্তব্য। মাতৃভূমিকে রক্ষা করা তাদের একটি সামাজিক দায়িত্ব। মাতৃভূমির বিরুদ্ধে আগ্রাসন প্রতিহত করা গণ -প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। আইনানুসারে তারা মিলিশিয়াতে যোগদানের সম্মানে ভূষিত হন।

৮. **কর প্রদান ঃ** কর প্রদান গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের নাগরিকের অন্যতম দায়িত্ব। সাংবিধান মতে চীনের নাগরিকগণ কর প্রদান করে থাকে।

সারকথাঃ

অধিকার ও কর্তব্য নাগরিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। অধিকার ও কর্তব্য ছাড়া নাগরিক জীবন অসম্পূর্ণ। আত্মোপলব্ধি ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রয়াজনীয় সুযোগ সুবিধাই হল অধিকার। প্রতিটি দেশের অধিকার সংবিধানিক ভাবে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনও এর বাহিরে নয়। গণ-প্রজতন্ত্রী চীন বিশ্বের একটি বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সাংবিধানেও লেনিনবাদের চিন্তাধারা লক্ষ্য করা যায়। এ চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে মৌলিক কর্তব্যেরও উল্লেখ রয়েছে।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক প্রশ্নে টিক (√) দিন।

১. অধিকার ব্যক্তিত্ব বিকাশের-

ক. পরিপন্থী; খ. সহায়ক;
গ. সংযোজন; ঘ. কোনটি নয়।

২. অধিকারের শর্ত হল -

ক. দুইটি; খ. পাঁচ টি;
গ. তিন টি; ঘ. চার টি।

৩. গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের নাগরিকের শিক্ষার অধিকারের ধারা হল-

ক. ৪৬ নং; খ. ২৫ নং;
গ. ৩০ নং; ঘ. ৫৬ নং।

উত্তর মালাঃ ১। খ, ২। ক, ৩। ক

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। অধিকারের সংজ্ঞা দিন।

রচনামূলক-প্রশ্ন

১। গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্যগুলো আলোচনা করুন।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের বিচার ব্যবস্থা

পাঠ-৪

পাঠের উদ্দেশ্য ঃ

এ পাঠ শেষে আপনি—

- চীনের বিচার ব্যবস্থার পটভূমি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- চীনের বিচার বিভাগীয় সংগঠন বিষয়ে বর্ণনা দিতে পারবেন;

চীনের বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

গণ-প্রজাতন্ত্রী চীন হল বিশ্বের একটি শক্তিধর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিধি বিধান অনুসরন করা হয়। বিচার ব্যবস্থায়ও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। চীনের বিচার ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায়ঃ

- **আদালত ঃ** আদালত গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের বিচার ব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট্য। চীনের বিচার ব্যবস্থায় আদালতের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এ ব্যবস্থায় চারটি আদালত বর্তমান। এগুলো হল-

- ক. সর্বোচ্চ গণ-আদালত খ. আঞ্চলিক গণ-আদালত গ. সামরিক আদালত ও ঘ. বিশেষ গণ আদালত। এ আদালতের ভিত্তিতে চীনের বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত।

- **স্তর বিন্যাস ঃ** স্তর বিন্যাস চীনের বিচার ব্যবস্থায়ীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। "সর্বোচ্চ গণ-আদালত" ঐ ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত। সর্বনিম্নে হল সামরিক আদালত। উচ্চতর আদালত অপেক্ষাকৃতভাবে নিম্নের আদালতে কাজকর্ম তদারকী করে।

- **স্বাধীনতা ঃ** চীনের বিচার ব্যবস্থায় স্বাধীনতা বিদ্যমান। এ ব্যবস্থায় সাংবিধানিক ভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধান প্রবক্তাগণ মনে করেন স্বাধীনতা ছাড়া বিচার বিভাগ অস্তিত্বহীন। তাদের ধারণা গণ-আদালত সহ প্রতিটি আদালত স্বাধীনভাবে কাজ করবে। অন্যথায় বিচার বিভাগ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে।

স্বাধীনতা ছাড়া বিচার বিভাগ অস্তিত্বহীন।

- **নিয়োগ ও অপসারণ** ঃ গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের বিচার-ব্যবস্থার অন্যতম দিক হল বিচারক নিয়োগ ও অপসরণ। ঐ ব্যবস্থায় বিচারকগণ আইনসভার দ্বারা নিযুক্ত হন। তাঁরা পাঁচ বছরের জন্য মোট দুই বার দশ বছরের মেয়াদে নিযুক্ত হতে পারেন। কোন বিচারক দুই বারের বেশী নির্বাচিত হতে পারেন না। তাদের কার্যকাল গণ-কংগ্রেসের আস্থার উপর নির্ভর শীল।

- **দায়িত্বশীলতা ঃ** চীনের বিচার ব্যবস্থায় দায়িত্বশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যবস্থায় বিচারকগণ বিশেষভাবে দায়িত্বশীল। সর্বোচ্চ গণ-আদলত জাতীয় সংগ্রেস ও তার স্থায়ী কমিটির কাছে দায়ী। আদালতগুলোর বিচারকগণ তাদের কাজ-কর্মের জন্য বিশেষ করে কংগ্রেসের কাছে দায়িত্বশীল। দায়িত্বহীনতার কারণে তাদের পদচ্যুত করা যায়।

- **প্রকাশ্যতাঃ** চীনের বিচার ব্যবস্থার অন্যতম দিক হল প্রকাশ্যতা। এ ব্যবস্থায় গোপনীয়তার পাশাপাশি প্রকাশ্যতা লক্ষ্য করা যায়। চীনে সকল সাধারণ মামলার রায় সর্ব-সমক্ষে দেয়া হয়। তবে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। সাথে সাথে ব্যক্তি অবমাননা বিষয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

- **দপ্তর ঃ** দাপ্তরিক ব্যবস্থা চীনের বিচার বিভাগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। চীনের বিচার ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল প্রকিউরেট-এর দপ্তর। বিভিন্ন আদালত সংবিধান মেনে চলে কিনা তা তদারকীর দায়িত্ব এ দপ্তরের উপর ন্যাস্ত।

- **বিচার বিভাগীয় কমিটি ঃ** বিচার বিভাগীয় কমিটি গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের বিচার ব্যবস্থায় বিদ্যমান। এটি বিচার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কমিটি বিশেষ জটিল মামলা বিচারের ক্ষেত্রে পরামর্শ

ও সহযোগিতা করে। চীনের বিচার বিভাগীয় কমিটি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসরণ করে চলে। এ কমিটি বিভিন্ন মামলার আইনানুগ ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন সম্পাদন করে।

- **আত্মপক্ষ সমর্থন ঃ** চীনের বিচার ব্যবস্থায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ বর্তমান। প্রতিটি গণতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থায় এ বিধান রয়েছে। দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি নিজে, নিকট আত্মীয় ও আইনজীবীদের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আইনজীবীদের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

- **ভাষার প্রাধান্য ঃ** সমাজতান্ত্রিক চীনের বিচার ব্যবস্থায় বিভিন্ন ভাষার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার সময় নাগরিকগণ নিজ নিজ ভাষা ব্যবহার করে থাকে। মামলা কারীর কোন এক পক্ষ স্থানীয় ও লেখ্য ভাষায় অজ্ঞ হলে বিচার বিভাগ দো-ভাষীর ব্যবস্থা করে থাকে। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচারের অভিযোগ রায় বিজ্ঞপ্তি নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রচলিত এক বা একাধিক ভাষায় লেখা হয়।

চীনের বিচার বিভাগীয় সংগঠন

চীনের বিচার বিভাগের ভিত্তি হল সংগঠন। চীনের বিচার ব্যবস্থা সংগঠন ভিত্তিক। ঐ দেশের বিচার বিভাগীয় কাঠামো বিভিন্ন স্তরের গণ-আদালত নিয়ে গঠিত। সর্বোচ্চ গণ-আদালত বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় গণ-আদলত ও সামরিক আদালত নিয়ে গঠিত। এ গণ-আদালত চারটি স্তরে বিন্যস্ত। চীনের বিচার বিভাগের স্তর বিন্যাস হল নিম্নরূপ ঃ

- সর্বোচ্চ গণ-আদালত;
- পৌরসভার উচ্চতর গণ-আদালত;
- মাধ্যমিক স্তরের গণ-আদালত;
- পৌর জেলার মূল গণ-আদালত।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর আদালত আঞ্চলিক গণ-আদালত নামে খ্যাত। সর্বোচ্চ গণ-আদালত এবং স্থানীয় গণ-আদালত ছাড়া চীনের বিচার ব্যবস্থার আরেকটি শ্রেণীর আদালত রয়েছে। একে বিশেষ গণ-আদালত বলা চলে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল- রেল-পরিবহন গণ-আদালত, নৌ-পরিবহন গণ-আদালত, সামরিক গণ-আদালত ও বনাঞ্চলের গণ-আদালত প্রভৃতি। গণ-প্রকিউরেট চীনের বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ ব্যবস্থার প্রধান কাজ হল আইনের ব্যাখ্যা ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা। ঐ দেশের প্রতিষ্ঠিত বিচার বিভাগের সংগঠনের ক্ষেত্রে গণ-তান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসৃত।

আঞ্চলিক গণ-আদালত

আঞ্চলিকঃ গণ-আদালত চীনের বিচার বিভাগের একটি বিশেষ অঙ্গ। এ আদালত সর্বোচ্চ গণ-আদালতের নিম্নস্তরের আদালত। আঞ্চলিক গণ-আদালতের গঠন ও কার্যাবলীর ব্যাপারে স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতার নীতি অনুসরণ করা হয়। পাশাপাশি গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতিও অনুসরণ করা হয়। এ ব্যাপারে সাংবিধানে কোন সুস্পষ্ট বিধান রাখা হয় নি। এ আদালত আঞ্চলিক পর্যায়ের বিচার পতিদের নিয়ে গঠিত। এ ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ভূমিকাকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়।

গণ-প্রকিউরেট

গণ-প্রকিউরেট চীনের বিচার ব্যবস্থায় একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এটি বিচার ব্যবস্থার অভিনব প্রতিষ্ঠান। বিচার কার্যে তত্ত্বাবধায়নের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম।

গণ-প্রকিউরেট-এর গঠনঃ

গণ-প্রকিউরেট-এর গঠন সম্পর্কে সংবিধানে বিধান রাখা আছে। সংবিধানের ১৩০নং ধারা অনুসারে গণ-প্রকিউরেট সংগঠন আইনের দ্বারা গঠিত। এ প্রতিষ্ঠানের কাঠামো স্তরবিন্যস্ত।

সারকথাঃ

বিচার ব্যবস্থা প্রতিটি দেশের জন্য অপরিহার্য। গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের বিচার ব্যবস্থা সংগঠন স্তরভিত্তিক। শীর্ষে রয়েছে সর্বোচ্চ গণ-আদালত। এ গণ-আদালতের ভূমিকা ও কার্যাবলী গুরুত্বপূর্ণ। এর গঠন ও কার্যাবলী রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত। কিন্তু সংবিধান দ্বারা নয়। এ আদালত নিম্নস্তরের আদালতগুলোর অবিভাবক। নিম্নস্তরের আদালতের কাজকর্ম তাদরকীর দায়িত্ব এ আদালতের উপর ন্যস্ত। গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের বিচার ব্যবস্থার উপর গণ-কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা যায়।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে (√) দিন।

১। গণ-চীনে সর্বপ্রথম আইন ব্যবস্থাকে পূর্ণ গঠন করা হয়ঃ-

ক. ১৯৭৮ সনে; খ. ১৯৭৫ সনে;
গ. ১৯৫৪ সনে; ঘ. ১৯৭৭ সনে।

২। চীনের বিচার বিভাগকে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে

ক. সংবিধানের মাধ্যমে; খ. প্রথার মাধ্যমে;
গ. গণকংগ্রেসের মাধ্যম; ঘ. কোনটি নয়।

৩। চীনের বিচার ব্যবস্থার সবার শীর্ষে অবস্থিত-

ক. আঞ্চলিক সর্বোচ্চ গণ-আদালত; খ. বিশেষ আদালত;
গ. গণ-প্রকিউরেটরেট; ঘ. সর্বোচ্চ গণ-আদালত;

৪। গণ-প্রকিউরেটরেট-এর সর্বপ্রথম জন্ম হয়

ক. সোভিয়েত ইউনিয়নে; খ; জার্মানীতে;
গ. গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনে; ঘ. আমেরিকায়

উত্তর মালাঃ ১। ক, ২। গ, ৩। ঘ, ৪। ক।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-মূলক প্রশ্ন

১। চীনের বিচার বিভাগীয় সংগঠন বাখ্যা করুন।

রচামূলক উত্তর প্রশ্ন

১। চীনের বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট আলোচনা করুন।

পাঠ-৫ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি

পাঠের উদ্দেশ্য

এ পাঠ থেকে আপনি—

- ◆ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- ◆ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ◆ পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ◆ চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা ও গুরুত্ব বলতে পারবেন।

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস ঃ

মেহনতী মানুষের শোষণের প্রতিবাদ স্বরূপ এ দলটির সৃষ্টি। এ পার্টির ইতিহাস এক সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এ দলটির আর্বিভাব ঘটে। এ দলের সংগ্রামের মধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক সংগঠন ও সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পেছনে এ দলের ভূমিকা অপরিসীম। শ্রমিক শ্রেণী অনুভব করেছিল, পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ছাড়া তাদের মুক্তি আসতে পারে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির অনুকরণেই চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম। চীন হল প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবের ছোয়া লেগেছিল গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে জাপান চীনের উপর সমাজ্যবাদী আক্রমণ চালায়। এ সংকটের সময় মার্কসীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় চীনের বুদ্ধিজীবী ও তরুণ ছাত্র সমাজ সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহিত হয়। ১৯১৮ সালে পিকিং এ একটি মার্কসবাদী পাঠচক্র গড়ে উঠে। এর নেতৃত্বে এগিয়ে আসে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের চেন তুং-সিউ (Chen Tu- Hsin) ও লি-তা-চাও (Le Ta Chao) হুনান প্রদেশের ছাত্র মাও সেতুং ও এ নেতৃত্বে যোগ দেয়। দিনে দিনে চীনের বিভিন্ন স্থানে কমিউনিষ্ট পার্টির আলোচনা জমে উঠে। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভয়াটিয়াসকি (Voitiusky) কমিনটার্ন চীনে সফরে আসেন। তার নেতৃত্ব ছিল প্রখর। তিনি চীনে মার্কসবাদী সংগঠনগুলোকে একত্রিত করতে সক্ষম হন। এর কিছুদিন পরই ১৯২১ সালের ১লা জুলাই সাংহাই শহরে কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম হয়। এ পার্টির অর্বিভাব চীনের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টি সাম্রাজ্যবাদী শাসন আর শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলন দিনে দিনে জোরদার হতে থাকে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবও দিনে দিনে দানা বেঁধে ওঠে। এ পার্টির দ্বারাই ১৯৪৯ সালে মাও সেতুং-এর নেতৃত্ব চীনে বিপ্লব সুসম্পন্ন হয়। জন্ম নেয় আধুনিক গণপ্রজাতন্ত্রী (সমাজতন্ত্রিক) চীন। ১৯৮২ সালের সংবিধানে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কে বিধান রাখা হয়। এ পার্টিকে সাংবিধানিক কাঠামোর আওতায় আনা হয়। মার্কসবাদ লেনিনবাদ ও মাও সেতু-এর আদর্শে পরিচালিত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি আজও চীনকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

১৯৪৯ সালে মাও সেতুং-এর নেতৃত্ব চীনে বিপ্লব সুসম্পন্ন হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ নীতিগুলো নিম্নরূপঃ

কমিউনিস্ট পার্টির গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সর্বহারা শ্রেণীর এক মাত্র দল। শুরু থেকে এ পার্টি কতিপয় সাধারণ নীতি অনুসরণ করে। এগুলোই পার্টির মৌলিক ভিত্তি। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ নীতি ও লক্ষ্যগুলো ছিল নিম্নরূপঃ

১। মার্কস-লেনিন ও মাও-এর আদর্শ ঃ গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম নীতি হল মার্কস, লেনিন ও মাও এর আদর্শ অনুসরণ। এটিই হল কমিউনিষ্ট পার্টির মূল ভিত্তি। এ আদর্শ অনুসারে কমিউনিষ্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। বিশেষ করে মাও-সেতুং এর মতাদর্শ দুনিয়া জুড়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

এ মতাদর্শের কারণেই চীনে সমাজতন্ত্রের আর্বিভাব হয়। দ্বাদশ কাংগ্রেসে (১৯৮২) এ আদর্শকে তাত্ত্বিক বলে আখ্যায়িত করা হয়।

২। সমভোগী সমাজ ব্যবস্থা ঃ সমভোগী সমাজব্যবস্থা চীনের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় ভিত্তি। গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম লক্ষ্য ছিল সমভোগী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। শ্রমিক শ্রেণী ভেবেছিল সমভোগী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তাদের কল্যাণ নিহিত। এ কারণে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ক্ষেত্রে সমভোগী সমাজ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৩। চারটি মৌল দায়িত্ব ঃ কমিউনিস্ট পার্টি চারটি মৌল দায়িত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ ও সাম্যবাদে কমিউনিস্ট পার্টির চারটি মূল দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হল ঃ-

- অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর পুর্নগঠন, পার্টির সদস্যদের বিপ্লবী প্রেরণায় শিক্ষিত করে তোলা;
- সমাজতান্ত্রিক আত্মকি সভ্যতা সৃষ্টি করা;
- সকল ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিরোধী অপরাধ মূলক কাজকর্মকে দক্ষতার সঙ্গে দমন করা।
- সাংগঠনিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পার্টির পরিচালনার ধরন, ধারন বদলান।

৪। গণতান্ত্রিকতা ঃ গণতান্ত্রিকতা গণ -প্রজাতন্ত্রী চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম ভিত্তি। এ পার্টি গঠনের শুরুতে গণতান্ত্রিক আদর্শের কথা বলা হয়। পার্টির ভিত্তিগত উপাদান হিসেবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ ও গণতান্ত্রিক নীতির কথা বলা হয়। পার্টির উদ্যোগতাগণ মনে করতেন গণতন্ত্রের মধ্যেই শ্রমিকের কল্যাণ নিহিত।

৫। শ্রমিক শ্রেণীর প্রাধান্য ঃ কমিউনিস্ট পার্টি মূলত শ্রমিক শ্রেণীরই পার্টি। দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত পার্টি- সংবিধান অনুসারে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি হল শ্রমিক শ্রেণীরই অগ্রবর্তী বাহিনী।

কমিউনিস্ট পার্টি হল শ্রমিক শ্রেণীরই অগ্রবর্তী বাহিনী।

৬। সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি ঃ চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা বলা হয়। সংখ্যা গরিষ্ঠতা থেকে গণতন্ত্রের সৃষ্টি। শুরুতেই বলা হয় যে, পার্টির সমস্ত স্তরের সকল সিদ্ধান্তে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মতানুসারে গৃহীত হবে। সাথে বিপ্লবী গণ-সংগঠনকে পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠার নীতি অনুসরণের কথা বলা হয়।

পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠন

গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠন বেশ সুসংগঠিত। পার্টির সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় সংগঠন হল জাতীয় কংগ্রেস (National party congress) এ সংগঠনের ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত হয়। চীনের প্রশাসন ব্যবস্থা মূলত এ কংগ্রেসকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত। এ কংগ্রেস প্রতি পাঁচ বছর পর পর নির্বাচিত হয়। এ ক্ষেত্রে পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠনের ভুমিকা অপরিসীম। এ কেন্দ্রীয় কমিটি জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আহবান করে। পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেও অধিবেশন আহবান করা যায়। তবে তা সম্ভব একমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে। আবার কখনও কখনও প্রাদেশিক পর্যায়ের সংগঠনের এক-তৃতীয়াংশ দাবী করলে অধিবেশন ডাকা যায়। কতজন প্রতিনিধি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিবে এবং তারা কিভাবে নির্বাচিত হবে তা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি নির্ধারণ করবে। কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা পার্টির সাধারণ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ও গুরুত্ব

চীনের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

১। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঃ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান কাজ। পার্টি সংবিধানে পার্টির চরম লক্ষ্য প্রতিষ্ঠার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পার্টির লক্ষ্য হল সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়ন করা। এ ব্যাপারে সাংবিধানিক ঘোষণা দেয়া আছে। সংবিধানে বলা হয় পার্টির উদ্দেশ্য হবে শিল্প, কৃষি, প্রতিরক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়ন। পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে রাজনৈতিক বিষয়টি সমাজতন্ত্রের উপর বেশী জোর দেয়া হয়।

চীনের পার্টি ও সরকার ব্যবস্থা উভয়েই কাঠামো পিরামিড ভিত্তিক।

২। অভ্যন্তরীণ কাজ ঃ অভ্যন্তরীণ বিষয়ে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। অভ্যন্তরীণ কাজ পার্টির জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পার্টি বিবিধ কাজ সম্পদন করে। এগুলো হলঃ ক) চীনের জাতিসমূহকে সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের পথে নেতৃত্ব দান খ) উন্নত বৈষয়িক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ভিত্তিক সভ্যতা গঠনের লক্ষ্য জনগণকে পরিচালিত করা গ) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উত্তরণের লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক আইনকে কার্যকরী করা এবং জনগণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে সুসংহত করার জন্য জনগণকে পরিচালিত করা ঘ) চীনের জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা ও ঙ) মাতৃভূমিকে একত্রীকরণের ক্ষেত্রে সহযোগীদের সঙ্গে বিস্তৃত ক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক ঐক্য গড়ে তোলা। চ) অর্থনৈতিক সংস্কারের গতিকে উন্নততর করে সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা ছ) উৎপাদন ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যস্ত করা, কৃষি ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ও বুনিয়াদী শিল্পের বিকাশ সাধন। ঝ) চীনের সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করা। এগুলো হল কমউিনিস্ট পার্টির মৌলিক অভ্যন্তরীণ কাজ।

৩। আন্তর্জাতিক কার্যাবলী ঃ চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কতিপয় কার্যাবলী পালন করে। এ কার্যাবলী সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। সাংবিধানকিভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতিপয় নীতির উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হলঃ ক) ঔপনিবেশবাদ, সামাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে এবং মানব প্রগতি ও বিশ্বশান্তির স্বার্থে সকল দেশের শ্রমিক, নিপীড়িত জাতি ও জনগণের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা খ) শক্তিশালী চীনের মাধ্যমে অন্যান্য দেশের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক, স্বাধীনতা, ক্ষমতা ও অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কাস পার্টির সঙ্গে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক স্থাপন। এগুলো হল বৈদেশিক মূল নীতি। এগুলোর আলোকে কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্ব রাজনীতে তার স্থান করে নিয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ সংগঠনটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে।

৪। প্রাথমিক সংগঠন সম্পর্কিত ভূমিকা ঃ কমিউনিস্ট পার্টি প্রাথমিক সংগঠনের বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। প্রাথমিক সংগঠনটি কমিউনিস্ট পার্টির একটি মূল ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে সাংবিধানের ৩২ নং ধারায় বলা হয় যে, "The primary party organizations are militant bastions of the party in the basic units of the society" পার্টি প্রাথমিক সংগঠন সম্পর্কিত নিম্নোক্ত কার্যাবলী পালন করে। ক) পার্টির নীতি ও কর্মসূচী প্রচার ও কার্যকর করা ও উর্ধ্বতন পার্টি সংগঠনের ও স্ব-স্ব সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা খ) পার্টি সদস্যদের মার্কসবাদ- লেনিনবাদ ও মাও-এর বক্তব্য অধ্যয়ন পার্টি সম্পর্কিত জ্ঞান ও ব্যক্তি গত বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সংগঠিত ও শিক্ষিত করা গ) পার্টির সদস্য ও কাজকর্ম সম্পর্কে জনগণের আলোচনা ও মতামতকে মূল্য দেয়া এবং জনগণের স্বার্থ ও আইন গত অধিকার রক্ষা করা ঘ) জনগণের ভেতর থেকে অগ্রণী ব্যক্তি ও প্রতিভা বের করে তাদের উৎসাহ দেয়া ঙ) পার্টি সদস্যদের কাজকর্মের সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে দোষত্রুটি খুঁজে বের করা এবং আত্মঘাতি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পার্টি সদস্য ও জনগণের মধ্যে বৈপ্লবিক সর্তক সৃষ্টি করা।

৫। রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ঃ রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একটি বিশেষ কাজ। ১৯৭৮ সালের চীনের সংবিধানে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বের কথা স্বীকৃত ছিল। কিন্তু ১৯৮২ সালের সংবিধানে এ অবস্থার অবসান ঘটান হয়। বর্তমানে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও কমিউনিস্ট পার্টিকে পুরোপুরি পৃথক করার নীতি স্বীকৃত। পৃথককীকরণের নীতির ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। কংগ্রেস এ নির্দেশকে বাস্তবে রূপ দেয়।

৬। সরকার নিয়ন্ত্রণ ঃ সরকার নিয়ন্ত্রণ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একটি মৌলিক কাজ। ঐ পার্টি রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন উপায়ে এ নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ করে থাকে। এগুলো হল ক. নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত প্রদানের নীতি খ. চীনের পার্টি ও সরকার ব্যবস্থা উভয়েই কাঠামো পিরামিড ভিত্তিক। এ কারণে সরকারী কাজকর্ম পার্টির আদর্শে পরিচালিত করা। গ. সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে পার্টির সদস্যগণ আসীন থেকে সরকারী কাজ কর্মের তত্ত্বাবধায়ন করে থাকে।

৭। সামরিক কাজ ঃ সামরিক কাজ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সর্বশেষ কাজ। ৭৮ সনের সংবিধানে সশস্ত্র বাহিনীর উপর কমিউনিস্ট পার্টির কতৃত্বপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু ৮২ সনের সংবিধানে তা বাতিল করা হয়। বাস্তবে সশস্ত্র বাহিনীর উপর কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা পূর্বের মত থাকে। সামরিক বাহিনীর গণ-মুক্তি ফৌজের পার্টি সংগঠনগুলো কমিউনিষ্ট পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হয়। ফলে চীনের সামরিক বাহিনীর উপর কমিউনিষ্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়।

সারকথাঃ

কমিউনিষ্ট পার্টি গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের সর্বোচ্চ পার্টি। পুজিবাদী অবস্থা উত্তরণের লক্ষ্যে এ পার্টির জন্ম। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ পার্টির আর্বিভাব। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর পরই তুং সিউ ও মাও সেতুং এর নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট পার্টির জন্ম। ১৯২১ সলের ১লা জুলাই মাত্র ৭০ জন সদস্য নিয়ে এর পদচারণা। ধীরে ধীরে এ সংগঠনটি চীনা জনসাধারণের জনপ্রিয়তা অর্জন করে। অভ্যন্তরীণ বিষয় থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক বিষয়ে এ পার্টির গুরুত্ব ও প্রভাব অপরিসীম।

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরে টিক (√) দিন।

১. পিকিং- এ মার্কসবাদী চক্রটি গড়ে উঠে-

ক. ১৯১৭ সনে ; খ. ১৯২৫ সনে

গ. ১৯১৮ সনে; ঘ. ১৯৪০ সনে।

২. চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির সৃষ্টি হয়-

ক. ১৯২১ সনের ১লা জুলাই; খ ১৯২১ সনের ৫ই জুলাই

গ. ১৯২০ সনের ১লা জুন; ঘ. ১৯২১সনের ২রা মার্চ।

৪. কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাথমিক সদস্য ছিল-

ক. ৬০ জন; খ. ১০০ জন

গ. ৪০ জন; ঘ. ৭০ জন।

উত্তরমালাঃ ১। খ, ২। গ, ৩। ক, ৪। ঘ

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নঃ

১। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ নীতিগুলো ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। গণ-প্রজাতন্ত্রী চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Wales Nyn (New China).

২। Hughes Richard (The Chines communes)

৩। The Government and politics of communist china.

৪। ডি. জি. এস (সমাজতন্ত্রের পথে চীনের জয়)।

প্রয়োজনীয় নোট লিখুন

.....
.....